মার্কসবাদী পথ

বর্ষ ২১, সংখ্যা ২, নভেম্বর ২০০১

নোয়াম চমস্কির সাক্ষাৎকার
সন্ত্রাসবাদ ও মার্কিন আগ্রাসনের প্রকৃত বাস্তবতা

প্রকাশ কারাত
মার্কসবাদই পথপ্রদর্শক

বিশেষ আলোকপাত

পুঁজিবাদ ও তথ্যপ্রযুক্তির ভবিষ্যৎ

দলিল

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে জিয়াঙ জেমিনের ভাষণ

আলোকিত হোক আগামী দিনের পথ

জাতীয় সমৃদ্ধি ও অর্থনীতির স্তম্ভ হলো বিদ্যুৎ। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার বরাবরই বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে বিদ্যুতে। শিল্প ও গার্হস্থ্য প্রয়োজন মেটাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে প্রতি বছরই। সম্প্রতি বহু প্রতিক্ষিত বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে নির্ধারিত সময়ের আগেই। অষ্টম যোজনার শেষে বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে চালু হয়েছে ৬৩০ মেগাওয়াটের ৩টি ইউনিট। এছাড়াও সৌরশক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ এখন প্রথম স্থানে। রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে গঠন করা হয়েছে 'গ্রামীণ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম'। তৈরি হয়েছে 'বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন'।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ :

★ বৈদেশিক সহযোগিতায় বক্রেশ্বর প্রকল্পের ৪ ও ৫নং ইউনিট চালু। খরচ ১৬২১ কোটি টাকা।

★ বক্রেশ্বর প্রকল্পের অধীনে জার্মানি প্রযুক্তিতে গড়ে উঠবে ৩২টি সাব স্টেশন।

★ ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি ইউনিট চালু হবে সাগরদীঘি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে।

★ ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ইউনিট শুরু হবে বলাগড়ে।

★ জার্মানি কারিগরী সহযোগিতায় চালু হবে পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প (২২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪টি ইউনিট)।

এই সব লক্ষ্য পূরণ হলে সুনিশ্চিত হবে রাজ্যে শিল্পের পুনর্জাগরণ ও গ্রামীণ সমৃদ্ধি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার